তারিখ 17 MAR 2003
পৃষ্ঠা ৮০ কলাম ৫

দৈনিক
ইনকিলাব

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতিতে অদ্ভুত নিয়ম

আহমদ আতিক

আশা করা হয়েছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নতুন সিন্ডিকেট ও প্রণীত নিয়ম কানুন উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়ন করবে। কিন্তু আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও এর নীতি নির্ধারকরা উন্নত বিশ্বের অনুকরণে আমাদের উচ্চশিক্ষাকে এগিয়ে তো নিতেই পারেনি বরং এখনও তারা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর নানাবিধ দুর্বল নীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। অবস্থা দেখে মনে হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেন পৃথিবীর প্রাচীন যুগের কোন অংশ। বর্তমানে আমাদের দেশে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন ছাত্র যদি ২/১টি বিষয়ে অকৃতকার্য হয় তবে তার অন্যান্য বিষয়ের ফলাফলগুলো বহাল থাকে এবং উচ্চতর শ্রেণীতে সে ভর্তির সুযোগ পায় এই শর্তে যে, পরবর্তী সময়ে সেই বিষয় বা বিষয়গুলোতে তাকে কৃতকার্য বা উত্তীর্ণ হতে হবে। এসএসসি বা এইচএসসিতে এই নিয়মটুকু তৈরী করতে গিয়েও আমাদের উর্বর মস্তিষ্কের শিক্ষাবিদদের কম সময় ব্যয় করতে হয়নি। আর উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এখনো বিরাজ করছে অরাজকতা। ডিগ্রী অনার্স ও পাস কোর্স এবং প্রিলিমিনারী ও মাষ্টার্স কোর্সে পড়াশোনার জন্য আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও প্রাচীন যাঁচের। অথচ সব সরকারের আমলেই শিক্ষামন্ত্রী ও এতদসংক্রান্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের কথা হরদম বলে থাকেন। আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ডিগ্রী পাশ ও অনার্স কোর্স এবং প্রিলিমিনারী ও মাষ্টার্স পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় একেক বছর একেক রকম নিয়ম প্রচলনের। অবস্থা দেখে মনে হয়, ছাত্রছাত্রীরা যেন এক ধরনের গিনিপিগ। আর এসব পরীক্ষার ফলে অনেক ছাত্র তার ছাত্রত্বই হারিয়ে ফেলে। যেমন ডিগ্রী, অনার্স ও পাস কোর্স বা প্রিলিমিনারী ও মাষ্টার্স কোর্সে বেশ সংখ্যক ছাত্র মৌখিক (ভাইবা) পরীক্ষা কমপ্রিহেন্সিভ বা যে কোন এক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে দেখা যায় তাকে পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত উক্ত পরীক্ষায় আবার অংশ নিতে হয়। ধরা যাক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন ছাত্র গতবারের প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় পরিসংখ্যানে অকৃতকার্য হয়েছে। এর ফলে সে ফাইনাল ইয়ারে ভর্তি হতে পারছে না। পরবর্তীতে তাকে আবার সকল বিষয়েই পরীক্ষা দিতে হয়। দেখা গেল এবারে সে ছাত্রটি কম্প্রিহেন্সিভে অকৃতকার্য হয়ে গেল। ফল হিসেবে দেখা যায়, সেই অকৃতকার্য ছাত্রটি ৩য় বছরে পড়াশোনায় মনোযোগ ও আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং দারিদ্র্যতার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে ছাত্রটির পরিবারের পক্ষে তার শিক্ষা খরচের সংকুলান করা সম্ভব হয় না এবং শিক্ষাজীবন থেকে সে ঝরে পড়ে। ফলস্বরূপ সেই ছাত্রটির জীবন হয় হতাশাপূর্ণ এবং দেশেও উচ্চশিক্ষার হার কমে যাচ্ছে।

উন্নত দেশগুলো বিশেষ করে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে এমনকি আমাদের দেশেও সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রায় ৪০টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যবস্থা অনেক সহজ। এখানে কোন সেমেস্টারে কোন ছাত্র যদি ১টি বা ২টি বিষয়ে অকৃতকার্যও হয়, এতে তার কোন সমস্যা হয় না। সে অনায়াসে হয় পরবর্তী উচ্চস্তরে ভর্তি হয়ে যায় এবং ক্ষেত্রে অবশ্য তাকে পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য বিষয়টি বা বিষয়গুলোতে উত্তীর্ণ হতে হয়। অথচ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাগুলোতে (অনার্স, পাস, সাবসিডিয়ারী, প্রিলিমিনারী ও মাষ্টার্স) একজন ছাত্রকে সে সুযোগ দেয়া হয় না। ফলে একটি ছাত্র অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাজীবন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

তবে মাঝে মাঝে ২/১ বছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও এরকম নিয়ম ছাত্রদের আন্দোলন ও চাপের মুখে পড়ে সে বছরের জন্য বা পরবর্তী বছরের জন্য প্রচলন করে। কিন্তু পরবর্তীতে অবস্থা আবার আগের মতই। ফলে দেখা গেল এবারে কোন ছাত্র উপকৃত হচ্ছে কিন্তু তার পরবর্তী ব্যাচের ছাত্রটি আবার সে সুযোগ বহাল না থাকায় তা পাচ্ছে না। ফলে এক ধরনের অসাম্য অবস্থা বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি অধ্যাপক আবদুল মোমিন চৌধুরীর সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুনভাবে প্রণীত ৪ বছরের অনার্স প্রফেশনাল ডিগ্রী কোর্সে এরকম ঝামেলা থাকছে না এবং নতুনভাবে প্রণীত মাষ্টার্স কোর্সের ক্ষেত্রে ও পরবর্তীকালে এ বিষয়ে খেয়াল রাখা হবে। কিন্তু ইতোমধ্যেই এ বছর যে সব ছাত্রছাত্রী ডিগ্রী অনার্স, পাস, সাবসিডিয়ারী, প্রিলিমিনারী ও মাষ্টার্স কোর্স পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে বা হতে যাচ্ছে তাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে? হয়ত দেখা যাবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় তাদের জীবনের মূল্যবান একটি বছর ঝরে যেতে পারে। তাই এ ব্যাপারে আগামীর প্রত্যাশায় না থেকে চলতি বা হয়ে যাওয়া পরীক্ষাগুলোর ছাত্রদের জন্য যারা ফলাফলের অপেক্ষায় আছে তাদেরকেও এ সুযোগ দেয়া উচিত। তাহলে এসব ছাত্রছাত্রীদের জীবনের মূল্যবান একটি বছর বেঁচে যাবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ সকল বিষয়গুলোর দিকে নজর দিলে হয়তো শিক্ষাক্ষেত্রে একটু পরিবর্তন আশা করা যায়।